এমপি নিক্সন চৌধুরীর বিরুদ্ধে নির্বাচন কমিশনের মামলা

ফরিদপুর-৪ আসনের এমপি মুজিবর রহমান চৌধুরী নিক্সনের বিরুদ্ধে মামলা করেছে নির্বাচন কমিশন। এখন সংশ্লিষ্ট থানা তদন্ত করে নিক্সনের বিরুদ্ধে আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেবে।

এর আগে গতকাল বুধবার এমপি নিক্সন নির্বাচনী আচরণবিধির বাইরে আর কোনো নির্বাচনী অপরাধ করেছেন কিনা, তা তদন্তে তিন সদস্যের একটি কমিটিও গঠন করেছে ইসি।

ফরিদপুরের জেলা প্রশাসককে হুমকি এবং জেলার চরভদ্রাসন উপজেলার ইউএনওকে ফোনে অশালীন ভাষায় গালিগালাজের অভিযোগ রয়েছে এমপি নিক্সনের বিরুদ্ধে। ফরিদপুরের জেলা প্রশাসক (ডিসি) অতুল সরকার ওই ঘটনা মন্ত্রিপরিষদ বিভাগকে জানালে সেটি নির্বাচন কমিশনে পাঠায় মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ।
তবে ডিসি ও ইউএনওকে গালিগালাজের যে অডিও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়িয়েছে, সেটি বানোয়াট বলে দাবি করেছেন এমপি নিক্সন। গত মঙ্গলবার ঢাকায় সংবাদ সম্মেলন করে তিনি দাবি করেন, তার বক্তব্যকে ‘সুপার এডিট’ করা হয়েছে। তিনি গালিগালাজ করেননি।

সূত্র- বিডি প্রতিদিন

গাংনী পৌরসভাকে নতুন করে ঢেলে সাজাবো-সাবেক মেয়র আহম্মেদ আলী

পৌরসভা পর্যায়ে নির্বাচনের আমেজ শুরু হয়েছে। বর্তমান মেয়রসহ বিভিন্ন মনোনয়ন প্রত্যাশীরা ছুটছেন জনগনের কাছে। কেউ কেউ দলের উচ্চ পর্যায়ের দৌড়ঝাপ শুরু করেছেন।

স্থানীয় সরকার নির্বাচন নিয়ে ‘মেহেরপুর প্রতিদিন’ এর এবারের আয়োজন “শহরে ভোট” শীর্ষক সক্ষাতকার পর্ব। মেহেরপুর প্রতিদিন এর মখোমুখি হয়েছিলেন গাংনী পৌর নির্বাচনে মেয়র প্রার্থী গাংনী পৌরসভার সাবেক মেয়র আহম্মেদ আলী। সাক্ষাতকার গ্রহন করেন আমাদের প্রধান প্রতিবেদক এম এফ রুপক। সাক্ষাতকারের চুম্বক অংশটি এখানে তুলে ধরা হলো।

মেহেরপুর প্রতিদিন: পুনরায় পৌর নির্বাচনে কেন অংশ নিতে চান?

আহম্মেদ আলী: আমি ২০০৪ সালে যখন প্রথম গাংনী পৌরসভার মেয়র নির্বাচিত হই তখন এটা নতুন ছিল। পৌরসভার কর্মকান্ড ছিল না বলেলই চলে। পরবর্তিতে পুনরায় মেয়র হওয়ার পর গাংনী পৌরসভাকে “সি” গ্রেড থেকে “বি” গ্রেডে রুপান্তর করি। পরবর্তিতে ২০১৬ সালের পৌর নির্বাচনে আমি আবারও দলীয় প্রতিক নৌকা পেয়ে নির্বাচনে অংশ গ্রহন করি। কিন্তু প্রশাসন ও দলীয় কিছু অসাধু লোক সড়যন্ত্র করে আমাকে নির্বাচনে পরাজিত করে। সেই সাথে জামাত বিএনপির লোককে মেয়র নির্বাচিত করে।

বর্তমানে গাংনী পৌরসভার যে দুরর্বাস্থা এজন্য সে দায়ী। সকল ক্ষেত্রে দুর্নীতি, পৌরবাসিরা বিভিন্নভাবে ভোগান্তির স্বীকার। আমি গাংনী পৌরসভাকে “এ” গ্রেডে রুপান্তর সহ সকল নাগরিক সুবিধা সু নিশ্চিত করার লক্ষ্যে পুনরায় নির্বাচন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি।

মেহেরপুর প্রতিদিন: দলীয় মনোনয়ন পাওয়ার ব্যাপারে কতটুতু আশাবাদী?

আহম্মেদ আলী: আমি দীর্ঘদিন ধরে আওয়ামী লীগের রাজনীতির সাথে জড়িত। আপনারা জানেন, আমি ইতি মধ্যে দলীয় সমর্থন পেয়ে দুইবার মেয়র নির্বাচিত হয়েছি। আমি শতভাগ আশা করি, আমাদের প্রাণ প্রিয় জননেত্রী শেখ হাসিনা আমাকে দলীয় প্রতীক দিয়ে নির্বাচন করার সুযোগ করে দেবেন।

মেহেরপুর প্রতিদিন: গাংনীর রাজনীতিতে কোন বিভক্তি আছে কিনা? ক্ষমতাসীন দলের একাধিক নেতা মনোনয়ন প্রত্যাশী। সেক্ষেত্রে নির্বাচনে কোন প্রভাব পড়বে কিনা?

আহম্মেদ আলী: আওয়ামী লীগ একটি বৃহৎ সংগঠন এখানে একাধিক প্রার্থী থাকবেই। আমরা সবাই নৌকার লোক। গতবারের মত ঘটনা এবার নির্বাচনে হবে না। দলে বিভক্তি থাকতেই পারে। সেক্ষেত্রে নির্বাচনে কোন

প্রভাব পড়বে না।

মেহেরপুর প্রতিদিন: বিএনপি বা অন্য কোন রাজনৈতিক দল নির্বাচনে অংশ নিলে কেমন প্রতিদ্বন্দ্বী হবে?
আহম্মেদ আলী: আমি বিগত মেয়র থাকা অবস্থায় গাংনী পৌরসভায় যা উন্নয়ন হয়েছে এরকম উন্নয়ন আর হয়নি। আমি কোনদিন নারগিকদের অধিকার নিয়ে খেলা করিনি। যততুটু পেরেছি তাদের পাশে থাকার চেষ্টা করেছি। আমার প্রতি জনগণের আস্থা আছে। অন্য কোন দল বা আওয়ামী লীগের বিরোধী প্রার্থী কেউ নির্বাচন করলে জনগণ তাকে ভোটের মাধ্যমে প্রত্যাখ্যান করবে।

মেহেরপুর প্রতিদিন: নির্বাচনে জয়ী হলে কি কি করতে চান?

আহম্মেদ আলী: গাংনী পৌরসভাকে পনরায় নতুন করে ঢেলে সাজাতে হবে। বর্তমান পৌরসভার যা অবস্থা অত্যন্ত করুন। কর্মকর্তা কর্মচারীদের বেতন বাকি, লক্ষ্য লক্ষ্য টাকা বিদ্যুৎ বিল বাকি, বিভিন্ন ভাবে জনগনের কাছ থেকে টাকা আদায়, ট্যক্সের কারনে নাগরিক সনদ না দেওয়া এরকম অনেক অনিয়ম আছে পৌরসভায়। যে গুলো দুর করতে হবে। নাগরিক সুবিধা নিশ্চিত করবো। গাংনী পৌরসভাকে “এ” গ্রেডে উন্নিত করবো। তাহলে আমরা সুযোগ সুবিধা বেশি পাবো।

মেহেরপুরে সরকার নির্ধারিত আলুর দাম মানছে না বিক্রেতারা

সারাদেশের ন্যায় মেহেরপুরের বাজারগুলোয় বেড়েই চলেছে আলুর দাম। বুধবার মেহেরপুরের কাঁচাবাজার এবং আড়ৎ গুলোতে ঘুরে দেখা গেছে প্রতি কেজি আলু ৪০ থেকে ৪২ টাকা পাইকারী এবং ৪৫ থেকে ৫০ টাকা দরে খুচরা বিক্রি হচ্ছে।

দেশে আলুর পর্যাপ্ত মজুদ থাকায় খুচরা পর্যায়ে প্রতি কেজি আলু ৩০ টাকা, পাইকারি পর্যায়ে ২৫ টাকা আর হিমাগার পর্যায়ে কেজি ২৩ টাকায় বিক্রি নিশ্চিত করতে সারা দেশের জেলা প্রশাসকদের চিঠি দিয়েছে কৃষি বিপণন অধিদপ্তর।

মেহেরপুরের খুচরা ও পাইকারি ব্যবসায়ীদের সাথে কথা বলে জানা গেছে, এখন পর্যন্ত কোনরকম সরকারি নোটিশ তাদের কাছে পৌঁছায়নি।

মেহেরুল নামের এক ক্রেতা জানান, সরকার যদি ৩০ টাকা কেজি আলু বিক্রির নির্দেশ দিয়ে থাকে তাহলে সরকারি কর্মকর্তাদের উচিত মাঝে মাঝে বাজার গুলোতে পর্যবেক্ষণ করে দেখা উচিত যাতে কোন অসাধু ব্যবসায়ী বেশি দামে বিক্রি করতে না পারে।

পাইকারি ব্যবসায়ী নবাব জানান, এখন পর্যন্ত কোনো সরকারি নোটিশ পাইনি যদি পাই তাহলে আমাদের সেই মোতাবেক আলু বিক্রি করতে হবে।

তহবাজার ব্যবসায়ী সমিতি সভাপতি আবু হানিফ ‘মেহেরপুর প্রতিদিন’কে জানান, কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের তথ্য মোতাবেক হিমাগার থেকে ২৩ টাকায় আলু কিনে ২৫ টাকায় পাইকারি বিক্রি করলে ব্যবসায়ীদের লাভাংশ থাকবে না কারণ বাইরে থেকে আলু কিনে মোটা অংকের গাড়ি ভাড়া সহ অন্যান্য খরচ আছে।

কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের হিসাব অনুযায়ী, এ মৌসুমে একজন চাষির প্রতি কেজি আলু উৎপাদনে খরচ হয়েছে ৮ টাকা ৩২ পয়সা। উৎপাদন থেকে শুরু করে অন্যান্য খরচ ধরে এক কেজি আলু হিমাগার পর্যন্ত সংরক্ষণে সর্বমোট ব্যয় হয়েছে ২১ টাকা সেই সূত্র ধরে হিমাগার পর্যায়ে কেজি ২৩ টাকা করতে হবে, পাইকারী পর্যায়ে ২৫ টাকা এবং খুচরা পর্যায়ে প্রতি কেজি আলু ৩০ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে।

মেহেরপুর জেলা প্রশাসক ড.মোহাম্মাদ মুনসুর আলম খান জানান, এ ব্যাপারে কৃষি বিপণন অধিদপ্তর থেকে সরকারি চিঠি পেয়েছি। নোটিশটি আলু ব্যবসায়ীদের কাছে প্রেরণ করার জন্য কৃষি কর্মকর্তাকে ভারাপন দেওয়া হয়েছে। আশা রাখছি বিষয়টি দ্রুত বাস্তবায়ন করা হবে।

চুয়াডাঙ্গা জীবননগরে আদর্শ শিক্ষক অহিদুলের গল্প

মানুষ গড়ার কারিগর হিসাবে কাজ করছেন ৩১ বছর ধরে। বিদ্যালয়ের সকল

দেখা শুনা করতে হতো। শিক্ষার্থীদের তিনি ইংরাজি বিষয়ে পড়াতেন। ৮ম শ্রেণীতে অধ্যায়নরত অবস্থায় তিনি গ্রামের ছেলে-মেয়েদের বাড়িতে প্রাইভেট পড়াতেন। সেখান থেকেই তার শিক্ষকতায় আসার আগ্রাহ তৈরি হয়। তিনি শিক্ষকতাকে আদর্শ ও মহৎ পেশা হিসাবে বুকে ধারণ করেন।

অল্প বয়সে স্কুলের মেয়েদের অভিভাবকরা বিয়ে দিতো। আমি বিষয়টি জানা মাত্র বাল্য বিয়ে বন্ধ করতাম। বাল্য বিয়ের ভয়াবহতা কি তা বুঝাতে পারতাম। কয়েক মাস আসে স্কুলের ৯ম শ্রেণীর এক ছাত্রীর বিয়ের আয়োজন হচ্ছে শুনে তাদের বাড়িতে যায়। পরিবারের সদস্যদের বুঝাতে সক্ষম হয় বিয়ে না দেওয়ার জন্য। বই, খাতা, কলম ও পোশাকের অভাবে অনেকের পড়াশুনা বন্ধ করে দিয়েছে শুনে আমি তাদের বাড়িতে গিয়ে বলেছি তোমরা স্কুলে আসো আমি সব ব্যবস্থা করবো।

এসএসসি পাশ করার পর অনেকে কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হতে পারে না টাকার অভাবে তিনি অর্থ দিয়ে তাদের ব্যবস্থা করেছেন। সর্বদা শিক্ষার্থীদের পাশে থাকেন। আমার অনেক ছাত্র ভাল অবস্থায় রয়েছে। কেউ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে, যশোর এমএম কলেজসহ বিভিন্ন দপ্তরে বিসিএস ক্যাডারে উত্তিণ হয়ে সুনামের সাথে চাকরি করছেন।

সহকারী প্রধান শিক্ষক হওয়ার সময় রাজনৈতিক প্রতিহিংসার শিকার হয়ে ছিলাম বিদ্যালয়ের দুই জন শিক্ষক ও নেতার কারণে।

বিদ্যালয় বন্ধ থাকলেও সকালে তিনি নিয়ম মেনে হাজির হন। ঘুরে ঘুরে দেখেন প্রিয় প্রতিষ্ঠান। এরপর মাঠে ছুটে যান ধান ঝাড়ার জন্য। তিনি কোন কাজ কেই ছোট মনে করেন না। বাইসাইকেল নিয়ে চলাফেরা করেন। সাধারণ জীবন-যাপন করেন।

তিনি বলেন, কোচিং একটা ব্যবসায় পরিণত হয়েছে। ছেলে-মেয়েরা কেন জানি না বুঝে সারা দিন কোচিং কোচিং করে মাথা নষ্ট করে। ক্লাসের পড়া ক্লাসে শেষ করলে কোচিং এর প্রয়োজন হয়না। কোচিং এর কারণে শিক্ষার্থীদের ব্যবহার ও আচরণে বেশ পরিবর্তন লক্ষ করা যায়। আগের দিনের ছেলে-মেয়েরা শিক্ষকদের সাথে ভাল ব্যবহার করতো। রেজাল্ট বেশি ভাল হয়না। লাভের চাইতে ক্ষতি বেশি বর্তমান সময়ে। কোচিং এ একটা সুবিধা আছে চাপে রাখে পড়াশুনার জন্য।

জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত এ ভাবে শিক্ষার্থীদের পাশে থাকতে চায়।

ঝিনাইদহে নির্বাচন অফিসে সাধারণ মানুষ হয়রানির শিকার, দেখার কেউ নেই

ঝিনাইদহ সদর উপজেলা নির্বাচন অফিসে সেবা নিতে এসে সাধারন মানুষ পদে পদে হয়রানির শিকার হচ্ছে। অধিকাংশ সময় অফিসে থাকে না অফিসের কর্মকর্তা-কর্মচারীরা। হয়রানির শিকার হলেও দেখার কেউ নেই। বিষয়টি ভুক্তভোগীরা তদন্তপূর্বক ব্যবস্থা গ্রহনের দাবি জানিয়েছেন।

জানা গেছে, মঙ্গলবার ঝিনাইদহ সদর উপজেলা নির্বাচন অফিসে নতুন ভোটার হতে যান আসলাম হোসেন নামের এক যুবক। ওইদিন তার ছবি তোলার দিন ছিল। সকাল ১১টা থেকে অফিসে বসে থাকেন তিনি। তাকে জানানো হয় বেলা ৩ টার পর তার ছবি নেওয়া হবে। স্বপনা খাতুন নামের আরেক নারীর জাতীয় পরিচয় পত্র হারিয়ে গেছে। তাই পূর্ণরায় আবেদন করতে যান নির্বাচন অফিসে।

অফিস থেকে তাকে জানানো হয় পুরাতন ডিসি কোর্ট সংলগ্ন জেলা পরিষদ মার্কেটের রংধনু ফটোষ্ট্যাট থেকে আবেদনের ফর্ম সংগ্রহ করতে। তিনি জাতীয় পরিচয়পত্র সংক্রান্ত টাকা জমাদানের ফর্মের মাধ্যমে কোড অনুযায়ী ফি ৩০০ টাকা, ১৫% মুশক ও অনলাইন ফিস ২৩ টাকা জমা দিয়ে নির্বাচন অফিসে আবেদন পত্র জমা দিতে গেলে জানানো হয় সোনালী ব্যাংকে টাকা জমা দিয়েছেন এটি নেওয়া হবে না। টাকা ডাচ বাংলা ব্যাংকে জমা দিতে হবে। ওই মহিলা চরম ভোগান্তির শিকার হন।

আরেক মহিলা তার ভোটার কার্ড সংশোধনের জন্য আসেন নির্বাচন অফিসে। তাকেও এমনিভাবে হয়রানির শিকার হতে হয়েছে। এমনব অভিযোগের শেষ নেই নির্বাচন অফিসের বিরুদ্ধে। নিদির্ষ্ট পরিমান ঘুষের টাকা দিলে কোন ঝামেলা নেই। অভিযোগ রয়েছে দীর্ঘদিন ধরে ঝিনাইদহ নির্বাচন অফিসে কর্মরত রয়েছেন সহকারি কাম কম্পিউটার অপারেটর রবিউল ইসলাম ওরফে রাজন। যার সুবাদে কর্মকর্তা-কর্মচারীরা তাকে দিয়ে সাধারন সেবা গ্রহীতিদের হয়রানি করে থাকেন। হয়রানির ফাঁকে ঘুষ বানিজ্যের কাজও তিনি করেন।

এছাড়া রবিউল ইসলাম স্মার্টকার্ড বিতরণের আগে স্বেচ্ছাসেবক ও সুপারভাইজার নিয়োগের সময় নিজের পছন্দ মত প্রার্থীকে নিয়োগ দেওয়া সহ ভোটার স্থান পরিবর্তনে বিভিন্ন দুর্নীতি করে আসছেন বলেও অভিযোগ রয়েছে। অন্যদিকে মানুষের ভোগান্তি ও অফিস ফাঁকি দিয়ে চলেন অফিসের অধিকাংশ কর্মকর্তা-কর্মচারীরা।

নির্বাচন অফিসার মোঃ মশিয়ার রহমানকে অফিসে পাওয়া যায় না। তবে সকল হয়রানি ও ঘুষ বানিজ্যের কথা অস্বীকার করেছেন সহকারি কাম কম্পিউটার অপারেটর রবিউল ইসলাম। তিনি জানান, যা কিছু করি অফিসের নির্দেশে।

এই বিষয়ে উপজেলা নির্বাচন অফিসার ও প্রধান তথ্য প্রদানকারী কর্মকর্তা মোঃ মশিউর রহমান কাছে জানাতে চাওয়া হলে তিনি ঘুষ বানিজ্যের কথা অস্বীকার করে জানান, অফিস সঠিক নিয়মে চলছে। আমি অফিস ফাঁকি দিয় না। সপ্তাহে ২দিন তদন্তে আমি বাইরে যায়। যার কারনে সেবা গ্রহীতারা আমাকে অফিসে পায় না। তবে সপ্তহে দুইদিন কোথায় সেবা দিতে গিয়েছিলেন তিনি তা সঠিক করে বলতে পারেননি।

গাংনীতে পরিবারে ছয় প্রতিবন্ধী নিয়ে অন্ধ গৃহবধু পারেছার মানবেতর জীবন

চোখের আলো না থাকলেও অদম্য ইচ্ছা শক্তিতে বলিয়ান হয়ে জীবন যুদ্ধে নেমেছেন দৃষ্টি প্রতিবন্ধী গৃহবধু পারেছা খাতুন। নিজে দৃষ্টি প্রতিবন্ধী হলেও হাল ছাড়েননি সংসারের। মানসিক ভারসাম্যহীন ননদ, বুদ্ধি প্রতিবন্ধী স্বামী ও দৃষ্টি প্রতিবন্ধী দুই শিশু সন্তানকে নিয়ে তার জীবন সংগ্রাম। অভাব অনটন কুরে কুরে খেলেও আজো তার কপালে জোটেনি সরকারী কোন সহযোগিতা। স্থানীয় জনপ্রতিনিধিরা স্বাবলম্বীদের খোঁজ খবর রাখলেও এ প্রতিবন্ধী পরিবারের কোন খোঁজ রাখেন না তারা।

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার ভবানীপুর গ্রামের বুদ্ধি প্রতিবন্ধী

শাহিনের স্ত্রী দৃষ্টি প্রতিবন্ধী পারেছা খাতুন। স্বামী, মানসিক ভারসাম্যহীন ননদ, বৃদ্ধ অন্ধ মা, রঙ্গিলা আর দৃষ্টি প্রতিবন্ধী দুই সন্তানকে নিয়ে তার পাচ জনের সংসার। স্ত্রী পারেছার চোখের আলো না থাকলেও মনের আলোয় পথ চলা শুরু করে সে।

স্বামী শাহিনকে কামলার কাজে পাঠিয়ে আবার সাথে করে নিয়ে আসে সে। বুদ্ধি প্রতিবন্ধী হওয়ায় শাহিনের মজুরি দেয়া হয় অর্ধেক। এই সামান্য টাকা দিয়ে সংসার চালানো অত্যন্ত কষ্টসাধ্য হওয়ায় শুরু করে ছাগল ও হাঁস মুরগি পালন। অল্প দিনেই কিছুটা স্বস্তি আসে সংসারে।

বছর খানেক পরে অনেক আশা নিয়ে সন্তান গর্ভে ধারণ করলেও বিধি বাম। পরপর দুটি সন্তান হয় দৃষ্টি প্রতিবন্ধী। শুরু হয় তাদের অভিশপ্ত জীবন সংগ্রাম। তবুও হাল ছাড়েনি পারেছা। ভিক্ষাবৃত্তি না করে পরিশ্রম করে খেয়ে না খেয়ে সংসার সংগ্রামে লিপ্ত রয়েছেন। নিজের হাতে সংসারের সব কাজ করতে হয় তাকে। রান্না-বান্না, সন্তানদের গোসল করানো খাওয়ানো ছাড়াও সংসারের সব কাজই করেন নিপুণ হাতে।

স্বামী স্ত্রী দুজনই বাঁধাগ্রস্ত হওয়ায় তাদের মাথা গোজার ঠাঁইও ছিল না। স্থানীয় ও প্রবাসী কয়েক জন যুবক কোন রকম থাকার ঘরটি ঠিক করে দিয়েছে। আগামীতে দৃষ্টিহীণ এই দুই সন্তানের কী হবে এটা ভেবে কুল পান না পারেছা। তবুও এগিয়ে যাবার স্বপ্ন তার।

সংসারের হালধরা দৃষ্টি প্রতিবন্ধী পারেছা জানায়, পরিবারের সকলকে নিয়ে মানবেতর জীবন যাপন করলেও সরকারি-বেসরকারি কোনো সহযোগীতার ছিটে ফোটাও পাইনি। জনপ্রতিনিধি চেয়ারম্যান মেম্বাররাও খোঁজ নেইনি এপর্যন্ত। সরকারি সহযোগীতা না পেয়ে মানবেতর জীবনযাপন করতে হচ্ছে।

প্রতিবেশি কোহিনুর বেগম জানান, পারেছা নিজে অন্ধ হয়ে গোটা সংসারটি যেভাবে টিকিয়ে রেখেছে তা একজন স্বচ্ছল মেয়ের পক্ষে সম্ভব না। অনেকের সংসারে ছোটখাটো মতবিরোধ থাকলেও পারেছার সংসারে অভাব থাকলেও আছে গভীর ভালবাসা।

আর এক প্রতিবেশী শাহিন আলম জানান, করোনা ভাইসারে দুযোর্গকালীণ মুহুর্তেও তাদেরকে কেউ সহযোগীতা করেনি। সরকারি সহযোগীতার অনেক গল্প শুনলেও এমন একটি অসহায় পরিবারের দিকে ফিরে তাকাইনি ইউপি মেম্বর কিংবা চেয়ারম্যান। এলাকাবাসীর সহযোগীতায় এ পর্যন্ত তারা টিকে আছে। তবে তাদের মত একটি পরিবারকে দুর্যোগ সহনীয় আশ্রয়ণ

প্রকল্পের একটি ঘর দেবার দাবী এ প্রতিবেশীর।

উদ্যোগী যুবক সোহেল রানা বাবু করোনাকালীণ সময়ে গরীবদের সহযোগিতা করার সময় এই পরিবারটি চোখে পড়ে। সেসময় এদের ঘরটি ঠিকঠাক করে কোনরকম বসবাসের উপযোগী করা হয়। স্থানীয় লোকজন যারা প্রবাসে কর্মরত তাদের কাজ থেকে সহযোগিতা নেয়া হয়েছে। এ পরিবারটির স্থায়ী একটা সমাধান প্রয়োজন বলে জানালেন এই উদ্যোগী যুবক।

স্থানীয ইউপি সদস্য আনারুল ইসলাম জানান, ইউনিয়ন পরিষদের পক্ষ থেকে যতটুকু সহযোগিতা করা সম্ভব তার চেষ্টা করা হয়েছে। আগামীতে পরিবারটির জন্য চেষ্টা করা হবে।

উপজেলা সমাজসেবা অফিসার তৌফিকুর রহমান জানান, অফিস থেকে ইতোমধ্যে খোঁজ খবর নেয়া হয়েছে। পরিবারের লোকজনকে অফিসে আসতে বলা হয়েছে। ইউনিয়ন পরিষদ থেকে তালিকা দেয়া হলে ব্যবস্থা নেয়া হবে।

গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার আর এম সেলিম শাহনেওয়াজ জানান, তিনি পরিবারটি সম্পর্কে জানতেন না। মেহেরপুর প্রতিদিনের মাধ্যমে এখন জানলেন। সরকারী ভাবে যতটুকু সম্ভব সহযোগিতা করা হবে বলে জানান।

আমঝুপিতে সড়ক দুর্ঘটনায় একই পরিবারের দুই জন নিহত

মেহেরপুরের আমঝুপি মাঠের মধ্যে দুরপাল্লার যাত্রীবাহী বাস ও ইট ভাঙ্গা যান দুর্ঘটনায় ওয়াসিম মিয়া (৩৩) এবং জাফর আলী (৩৫) নিহত হয়েছেন। আজ বৃহস্পতিবার ভোর সাড়ে ৫টার দিকে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহত দুজনের বাড়ি আমঝুপি গ্রামের বিশ্বাস পাড়া। তারা দুলাভাই-শ্যালক সম্পর্কের। একই পরিবারের দু’জনের মৃত্যুতে শোকের ছায়া বিরাজ করছে। তবে বাস চালকসহ শ্রমিক ও কত জন যাত্রী ছিলেন সে তথ্য এখনও নিশ্চিত নয় পুলিশ।

স্থানীয় ও পুলিশ সুত্রে জানা গেছে, ইট ভাঙ্গা শ্রমিক হিসেবে আমঝুপি গ্রামের আব্দুল জব্বারের ইট ভাঙ্গা যান (খোয়াভাঙ্গা মেশিন) নিয়ে বিভিন্ন স্থানে কাজ করে ওয়াসিম ও জাফর। ওই যান মেরামতের জন্য আজ ভোরে তারা দু’জন বাড়ি থেকে যশোরের উদ্দেশ্যে রওনা দেয়। ঘটনাস্থলে পৌঁছুলে ঢাকা থেকে মেহেরপুর-গামী রয়েল পরিবহনের একটি বাসের সাথে মুখোমুখি ধাক্কা লাগে। এতে বাসটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার পাশে পড়ে যায়। অপরদিকে ঘটনাস্থলেই খোয়া ভাঙ্গা যানের ওয়াসিম ও জাফরের মৃত্যু হয়।

মেহেরপুর সদর থানা ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শাহ দারা খান বলেন, নিহত দু’জনের মরদেহ উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য মর্গে পাঠানো হচ্ছে। অপরদিকে ক্ষতিগ্রস্থ যান দু’টি উদ্ধারের কাজ চলছে।

জীবননগরে দেশীয় অস্ত্রসহ মৎস্য খামারী আটক

জীবননগরে দেশীয় অস্ত্রসহ মৎস্য খামারী জনি পুলিশের হাতে আটক হয়েছে।

গত মঙ্গলবার রাত সাড়ে ৯টার সময় জীবননগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্ত ওসি (তদন্ত) ফেরদৌস ওয়াহিদের নির্দেশে, এস আই আমির হোসেন সঙ্গীয় ফোর্স নিয়ে গোপন সংবাদের ভিক্তিত্বে আটক করে।

এস আই আমির হোসেন জানান, জীবননগর পৌর সভার রাজনগর পাড়ার মিলন মিয়ার পুকুরে একটি অভিযান চালিয়ে পুকুরের পাহারাদারের চৌকির নিচ থেকে দেশীয় এক নালা একটি আস্ত্রসহ তাকে আটক করা হয়।

আটককৃত মৎস্য খামারী ইব্রাহিম খলিল জনি জীবননগর পৌর সভার ৬নং ওয়ার্ডের জিয়ারুল ইসলামের ছেলে।

এ ঘটনায় জীবননগর থানায় একটি অস্ত্র আইনে মামলা হয়েছে।

কালীগঞ্জে সড়ক দূর্ঘটনায় কলেজ ছাত্র নিহত

ঝিনাইদহের কালীগঞ্জে বুধবার দুপুর একটায় কালীগঞ্জ পৌরসভার সামনে মোটরসাইকেল নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার পার্শ্ববর্তী গাছের সাথে সংঘর্ষে এক মোটরসাইকেল আরোহী নিহত হয়েছেন।

ওই স্থানে উপস্থিত মানুষের বরাত দিয়ে জানা যায়, নিহত মোটরসাইকেল আরোহী কালীগঞ্জ বাসস্টান্ড থেকে মোবারকগঞ্জ রেল স্টেশন অভিমুখে যাচ্ছিলো, পথিমধ্যে কালীগঞ্জ পৌরসভার সামনে এসে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গাছে ধাক্কা মারে।

স্থানীয়রা তাকে কালীগঞ্জ স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেওয়ার পর তাকে যশোর সদর হাসপাতালে পাঠানো হয়, যশোর সদর হাসপাতালে নেওয়ার পর ডাক্তার রা তাকে মৃত ঘোষনা করেন।

পারিবারিক সূত্রে জানা যায়, গত দুই সপ্তাহ আগে তাকে নতুন মোটরসাইকেল কিনে দেওয়া হয়।

এ বিষয়ে কালীগঞ্জ থানা তে খোজ নিলে জানা যায় এ ঘটনায় কোনো মামলা দায়ের হয়নি।

নিহত তানজিম রহমান সিজান (১৮) কালীগঞ্জ মাহতাব উদ্দিন কলেজের উচ্চমাধ্যমিক ২য় বর্ষের ছাত্র এবং পৌরসভার আড়পাড়া গ্রামের মৃত সার্জেন্ট ওলিয়ার রহমান এর ছেলে।

আমঝুপিতে ২৭ পরিবারে

স্বাস্থ্যসম্মত সেমিপাকা পায়খানা বিতরণ

মেহেরপুর সদর উপজেলার ২৭ পরিবারের মাঝে সম্প্রতি সুবাহ সামাজিক উন্নয়ন সংস্থা নামের একটি বেসরকারী সংগঠন স্বাস্থ্য সম্মত সেমিপাকা পায়খানা বিতরণ করে। সদর উপজেলার আমঝুপি ইউনিয়নের আমঝুপি গ্রামের ৭ নং ওয়ার্ডের হঠাৎ পাড়া এলাকায় প্রায় ৬৫টি পরিবারের বসবাস। এই সকল মানুষ গুলো সাধারণত তাঁদের শ্রম বিক্রয় করে সংসার পরিচালনা করে।

তাঁরা কোন সাহায্য সহযোগিতা তেমন একটা পাইনা বলে জানা যায়। এই সকল দরিদ্র পরিবার গুলোর স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা না থাকায় খোলা জায়গায় বা অস্বাস্থ্যকর কাঁচা পায়খানায় মল-মূত্র ত্যাগ করে। কাঁচা পায়খানায় ও খোলা জায়গায় মল-মূত্র ত্যাগ করায় এলাকাটি পরিবেশ দুষণের শিকার হয়ে বিভিন্ন রোগ বালাই ছড়াই।

বাংলাদেশ এনজিও ফাউণ্ডেশনের চেয়ারম্যান হেদায়েতুল্লাহ আল মামুন (সাবেক সিনিয়র সচিব অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়) এর উদ্যোগে বাংলাদেশের ৪৪টি জেলায় “ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী ও হতদরিদ্র পরিবারে স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নয়ন” কর্মসূচির জন্য ৫ কোটি টাকা বিশেষ বরাদ্দ প্রদান করেন। তারই ধারাবাহিকতায় “ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী ও হতদরিদ্র পরিবারে স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নয়ন” কর্মসূচির সুবাহ সামাজিক উন্নয়ন সংস্থা বেজলাইন সার্ভে করে প্রকৃত ২৭টি হতদরিদ্র পরিবার কে চিহ্নিত করে। ২৭টি পরিবারের মধ্যে ৫,০০,০০০ (পাঁচ লক্ষ) টাকা ব্যয়ে বিনা মূল্যে ২৭টি স্বাস্থ্যসম্মত সেমিপাকা টয়লেট মেহেরপুর সদর উপজেলার নির্বাহী অফিসার মাসুদ আলমের উপস্থিতিতে এক অনাড়ম্বর অনুষ্টানে হস্তান্তর করেন।

উপকারভোগী মোছাঃ মারুফা খাতুন বলেন, আমাদের বাড়িতে কোন পায়খানা ছিলো না এই জন্য নানা জনের নানা কটুক্তিা শুনতে হতো। আমরা গরিব মানুষ, ভালো পায়খানা তৈরী করার মতো ক্ষমতাও আমাদের নেই। এই সুন্দর পায়খানা করে দিয়ে লজ্জা থেকে আমাদের বাঁচালেন গো। সম্প্রতি মেহেরপুর সদর উপজেলার আমঝুপিতে অবস্থিত সুবাহ সামাজিক উন্নয়ন সংস্থার প্রশিক্ষণ হলে প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা ও টয়লেট হস্তান্তর অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।

বাংলাদেশ এনজিও ফাউণ্ডেশনের মুজিব বর্ষের বিশেষ বরাদ্দে সুবাহ সামাজিক উন্নয়ন সংস্থা বাস্তবায়িত “ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী ও হতদরিদ্র পরিবারে স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নয়ন” কর্মসূচির আওতায় প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা ও টয়লেট হস্তান্তর অনুষ্ঠানে মারফা খাতুন উপরোক্ত কথাগুলো বলেন।

সংস্থার সভাপতি হামিদুল হকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন মেহেরপুর সদর উপজেলার উপজেলা নির্বাহী অফিসার জনাব মাসুদুল আলম, বিশেষ অতিথি ছিলেন রফিকুল আলম, বশিষ্ট সাংবাদিক ও কলামিষ্ট। অনুষ্টানের শুরুতে শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন সংস্থার নির্বাহী পরিচালক মঈন-উল-আলম। অনুষ্ঠানটি উপস্থাপনা করেন সুবাহ’র প্রকল্প সমন্বয়নকারী মোছাঃ ফরিদা পারভিন।

অতিথিবৃন্দের বক্তব্য শেষে হতদরিদ্র পরিবারের সদস্যদের হাতে নেমপ্লেট হস্তান্তর করা হয়। প্রকল্পের আওতায় হতদরিদ্র পরিবারে ২৭টি স্বাস্থ্যসম্মত সেমিপাকা টয়লেট স্থাপনের পাশাপাশি নিরাপদ পানি, স্যানিটেশন ও হাইজিন বিষয়ে সচেতন করা হয়। অনুষ্ঠানের শুরুতেই উপস্থিত উপকারভোগি ও অংশ গ্রহণকারীদের মধ্যে মাস্ক বিতরণ করা হয় এবং সামাজিক দুরত্ব নিশ্চিত করে অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করা হয়।